মেহেরপুরের দুই শীর্ষ ক্যাসিনো এজেন্ট সাতক্ষীরায় গ্রেফতার

সাতক্ষীরার সদর থানা এলাকায় জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) ও সদর থানা পুলিশের যৌথ চেকপোস্ট অভিযানে অনলাইন জুয়া চক্রের অন্যতম শীর্ষ এজেন্ট মেহেরপুরের মুর্শিদ আলম লিপু ও মুছাইদ আলম ক্যামেলকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এসময় তাদের কাছ থেকে অনলাইন জুয়ার কাজে ব্যবহৃত ১৬টি মোবাইল ফোন ও ৩টি ল্যাপটপ জব্দ করা হয়।

এর আগে মেহেরপুরে দেশের অন্যতম শীর্ষ ক্যাসিনো এজেন্ট লিপু ও তার অস্ত্রের সন্ধানে যৌথবাহিনী লিপুর বাগান বাড়িতে চার দফা অভিযান চালিয়ে ব্যর্থ হয়।

প্রেস ব্রিফিং এর মাধ্যমে সাতক্ষীরা জেলা পুলিশ জানায়, শুক্রবার (১০ অক্টোবর রাত) সাড়ে ১১ টার সময় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জেলা গোয়েন্দা শাখা ও সদর থানা পুলিশের একটি যৌথ টিম খানপুর থেকে বাইপাসগামী খড়িবিলা মোড় এলাকায় অভিযান চালায়। সন্দেহভাজন একটি অটোরিকশা থামিয়ে তল্লাশি চালালে অনলাইন জুয়ার সঙ্গে জড়িত দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার শিবপুর গ্রামের জিনারুল ইসলাম ও রাজিয়া সুলতানা দম্পতির ছেলে মুর্শিদ আলম লিপু এবং মেহেরপুর সদর উপজেলা খন্দকার পাড়ার মাসুদুল আলম ও লুবা ইয়াসমিন দম্পতির ছেলে মুছাঈদ আলম ওরফে ক্যামেল (৩০)।

জিজ্ঞাসাবাদে তারা স্বীকার করে যে, তারা দীর্ঘদিন ধরে অনলাইন জুয়া পরিচালনার সঙ্গে জড়িত। বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষকে প্রলোভন দেখিয়ে তারা অনলাইন জুয়া খেলায় উদ্বুদ্ধ করতো এবং জুয়ার প্ল্যাটফর্ম পরিচালনা করতো।

অভিযানে তাদের কাছ থেকে অনলাইন জুয়ার কাজে ব্যবহৃত ১৬টি মোবাইল ফোন ও ৩টি ল্যাপটপ উদ্ধার করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গ্রেপ্তারকৃত মুরশিদ আলম লিপুর নামে পূর্বে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা বিচারাধীন রয়েছে। ডিএমপি’র

পল্টন থানায় ১৪ নভেম্বর ২০২১ সালে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ এর ২৩(২)/২৪(২)/২৫(২)/৩০(২)/৩১(২)/৩৫(২) ধরাতে দায়েরকৃত এবং এফআইআর নং-৩৭/৫৭৩।

সাতক্ষীরার পুলিশ সুপার বলেন, ‘এই ঘটনায় নতুন একটি মামলার প্রক্রিয়া চলছে বলে দেশব্যাপী অনলাইন জুয়া ও ডিজিটাল প্রতারণা দমনে আমাদের অভিযান অব্যাহত থাকবে।’

উল্লেখ্য, মেহেরপুর প্রতিদিনসহ কয়েকটি জাতীয় পত্রিকায় সারা দেশের প্রশাসন নড়েচড়ে বসে। সে সময় মুর্শিদ আলম লিপু মেহেরপুর থেকে আত্মগোপনে চলে যায়। তবে বিভিন্ন সময়ে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারে ঢাকা সিআইডি তাকে বিভিন্ন ব্যক্তির আইডি কার্ড ব্যবহার করে তোলা সিম কার্ড দিয়ে অন্যদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করার প্রমাণ পেয়েছে। একই সাথে কখনো তার অবস্থান সাতক্ষীরা, কখনো মাগুড়া আবার কখনো বা ঢাকার বসুন্ধরায় তার অবস্থান সনাক্ত করেছে। তারপরও এতদিন মুরশিদ আলম লিপু ছিল ধরাছোঁয়ার বাইরে। মেহেরপুর তথা দেশের শীর্ষ যে ১৯ জন অনলাইন জুয়া এজেন্টের বিরুদ্ধে সিআইডির অর্গানাইজ ক্রাইম বিভাগ মানি লন্ডারিং এর অনুসন্ধান করছে তাদের মধ্যেও প্রথম স্থানে রয়েছে এই মুরশিদ আলম লিপু।

এছাড়াও, ২০২১ সালের ১৪ নভেম্বর মোবাইল ফোনে আর্থিক সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানের এজেন্ট সিম ব্যবহার করে অনলাইনে জুয়ার কারবারের সঙ্গে জড়িত একটি চক্রের ৯ সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। সে সময়েও গ্রেপ্তার হয়েছিলেন মুরশিদ আলম লিপু। এরপরই প্রথমবার ক্যানসারের মতো ছড়িয়ে পড়া অনলাইন জুয়া এবং অনলাইন জুয়ার এজেন্ট সম্পর্কিত তথ্য দেশবাসীর সামনে আসে।

হরিণাকুণ্ডুর সন্তান সাতক্ষীরায় এসপি পদে নিয়োগ

লাভ

বাংলাদেশ পুলিশের বিভিন্ন জেলায় কর্মরত বিসিএস (পুলিশ) ক্যাডারের পুলিশ সুপার (এসপি) পদমর্যাদার ৪০ জনকে বদলি করা হয়েছে।

বুধবার ৩ আগষ্ট রাষ্ট্রপতির পক্ষে এসপিদের এই আদেশে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের পুলিশ-১ শাখার উপসচিব ধনঞ্জয় কুমার দাস স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে বদলির আদেশ দেওয়া হয়। বদলিকৃত কর্মকর্তাদের মধ্যে এসবি’র পুলিশ সুপার কাজী মনিরুজ্জামান, বিপি-৭৬০৬১১৯৬৫৬ কে সাতক্ষীরার পুলিশ সুপার হিসেবে বদলি করা হয়েছে।

কাজী মনিরুজ্জামান ২০০৬ সালে ২৫তম বিসিএস (পুলিশ) ক্যাডারে উর্ত্তীণ হয়ে সহকারি পুলিশ সুপার পদে যোগদান করে পুলিশের চ্যালেঞ্জিং পেশায় আত্মনিয়োগের মাধ্যমে দেশ সেবায় ব্রতি হন। কর্মজীবনে তিনি ফেনিতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী নুসরাত জাহান রাফি হত্যাকান্ডে জড়িত প্রভাবশালী ব্যক্তিদেরকে আইনী কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে সাহসী ভূমিকা রেখে দেশব্যাপি বিশেষ ভাবে আলোচিত হন।

ইতিপূর্বে তিনি শ্রীমঙ্গলে র্যাব-৯ এর প্রিহেনসিভ কমান্ডিং অফিসারসহ দেশের বিভিন্ন জেলাতে পুলিশ অফিসার হিসেবে সুনাম, সাহসিকতা, দক্ষতা ও নিষ্টার সাথে দায়িত্ব পালন করে নিজ ডিপার্টমেন্টে বিশ্বস্থতা অর্জনের পাশাপাশি তিনি প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ আস্থা অর্জনে সক্ষম হন। চৌকষ পুলিশ অফিসার হিসেবে তিনি একাধিকবার জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা মিশনে অংশ গ্রহণ করে দেশের জন্য সুনাম আর খ্যাতি বয়ে আনেন। এছাড়া পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষে তিনি ইংল্যান্ড, মিশর, মালয়েশিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রশিক্ষন কর্মসিূচতে অংশ গ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য কাজী মনিরুজ্জামান ঝিনাইদহ জেলার হরিণাকুণ্ডু পৌরসভার ৮ নং ওয়ার্ডের বৈঠাপাড়ার সম্ভ্রান্ত কাজী পরিবারে জন্ম গ্রহন করেন। শিক্ষা জীবনের হাতে খড়ি হয় তার নিজ গৃহে। প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে হরিণাকুণ্ডু মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গুনী প্রধান শিক্ষক মরহুম আলফাজ উদ্দীন স্যারের নিবিড় তত্বাবধানে প্রাথমিক শিক্ষা সফল ভাবে সমাপ্ত করেন। পরবর্তীতে এলাকার ঐতিহ্যবাহী হরিণাকুণ্ডুু প্রিয়নাথ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সুযোগ্য প্রধান শিক্ষক মানুষ গড়ার মহান শিল্পী মোসলেম উদ্দীন স্যারের ঐকান্তিক

প্রচেষ্টায় ১৯৯২ সালে যশোর শিক্ষাবোর্ডের মানবিক বিভাগ হতে রেকর্ড পরিমান নম্বর পেয়ে কৃতিত্বের সাথে এসএসসি পাশ করেন।

কুস্টিয়া সরকারি কলেজ হতে ১৯৯৪ সালে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় বোর্ড স্ট্যান্ড করে তিনি এলাকাবাসির কাছে নিজ মেধার সফল স্বীকৃতি অর্জনে সক্ষম হন। উচ্চতর শিক্ষা জীবনে তিনি প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ হতে কৃতিত্বের সাথে স্নাতক (সম্মান) এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। পারিবারিক জীবনে তিনি কাজী মরিয়মের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবব্ধ হন। কাজী মরিয়ম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করে সুগৃহিনীর দায়িত্ব পালন করছেন। তাদের দু’সন্তানের মধ্যে প্রথম সন্তান একমাত্র পুত্র কাজী মুতাম্মীম মৌন এসএসসি পরীক্ষার্থী এবং কনিষ্ঠ সন্তান কন্যা জারা ৫ম শ্রেণিতে অধ্যয়ণ করছে।

কাজী মনিরুজ্জামান শিক্ষা বিস্তারের লক্ষে নিজ জনপদে দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের মেধা লালনের নিমিত্বে বৃত্তি প্রদান, কোমলমতি শিশু শিক্ষার্থীদের দেশ প্রেমিক নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার অভিপ্রায়ে শিশুদের পৃষ্ঠপোষকতায় অবদারন রাখার পাশপাশি এলাকার বিভিন্ন মসজিদসহ ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে আন্তরিক সহযোগিতা দিয়ে আসছেন। বন্ধু বৎসল কাজী মনিরুজ্জামান বন্ধুদের কাছে জাহিদ নামে সুপরিচিত। শত ব্যস্ততার মাঝেও তিনি বছরে একবার হলেও বন্ধু-শুভাকাঙ্ক্ষীদের নিয়ে নিজ উদ্যোগে নির্মল আনন্দের জন্য মিলন মেলার আযোজন করে বন্ধুত্বে বন্ধনকে চির অম্লান করে রাখতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। বন্ধুরাও ছুটে এসে এসময় নিজেদের সুখ দুঃখের কথা অকৃপণ ভাবে ভাগাভাগি করেন। দুস্থ্য বন্ধুদের কল্যানে তার অকৃত্রিম সহযোগি -তা সকলে গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করে থাকে।

এছাড়া মানবিক এই পুলিশ সুপার করোনাসহ বিভিন্ন দূর্যোগকালিন সময়ে তিনি এলাকার বিপন্ন নাগরিক সমাজের পাশে প্রিয় স্বজনের মত দাঁড়িয়ে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। করোনা বিপন্ন কর্মহীন সময়ে তিনি মুক্তিযোদ্ধা, আলেম-ওলামা, ইমাম-মোয়াজ্জিন, কবি-সাহিত্যিক, মানবাধিকার কর্মী, ভ্যান চালক, টেইলর কর্মী, কৃষক-শ্রমিক, উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী ও তার অভিবাবকসহ অসুস্থ্য অসচ্ছল ব্যক্তিদের প্রতি নিরবে নিভৃতে সহমর্মিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে আসছেন।

সাতক্ষীরার নবনিযুক্ত পুলিশ সুপার হিসেবে কাজী মনিরুজ্জামান দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালনের মধ্য দিয়ে অনন্য নজীর গড়বেন বলে আমরা দৃঢ়ভাবে আশাবাদী। আমরা তার উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

গাংনীর গোপালনগর গ্রামের এসআই রাশেদ পুকুরে ডুবে নিহত

কলারোয়া থানা চত্ত¡রের পুকুরে গোসল করতে গিয়ে হার্ট অ্যাটাক করে মারা গেছেন গাংনী উপজেলার গোপলনগর গ্রামের ছেলে উপপরিদর্শক (এসআই) আরিফুর রহমান ওরফে রাশেদ।
এসআই রাশেদ গাংনী উপজেলার গোপালনগর গ্রামের লোকমান হোসেনের ছেলে।
আজ রবিবার (২৯ মে) সকাল সাড়ে ৯টার সময় সাতক্ষীরা জেলার কলারোয়া থানা চত্বরের পুকুরের পানিতে ডুবে মারা যান তিনি।
রাশেদের বন্ধু গোপালনগর গ্রামের নুরুল ইসলাম জানান, রবিবার সকালের দিকে আরিফ হোসেন কলারোয়া থানা চত্বরের একটি পুকুরে গোসুল করতে যান। গোসল করার এক পর্যায়ে সে পানির মধ্যেই তার হার্ট অ্যাটাক হয়।
এসময় সহকর্মীরা তাকে উদ্ধার করে কলারোয়া হাসপাতালে নিলে, কর্তব্যরত ডাক্তার মৃত ঘোষণা করেন। কলারোয়া থানার ওসি নাছির উদ্দীন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
পারিবারিক সূত্র জানান, এর আগে রাশেদ কুষ্টিয়া সদর থানা ও কুষ্টিয়া জেলা গোয়েন্দা পুলিশে দীর্ঘদিন যাবৎ কর্মরত ছিলেন। চার মাস পূর্বে কুষ্টিয়া থেকে সাতক্ষীরার কলারোয়া থানায় বদলি হন তিনি। এসআই রাশেদ তিন সন্তানের জনক ছিলেন।